Elite Paint Group of Companies
এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানিজ

এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
সিরাজউদ্দিন আহমেদ এর
২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

সৌজন্যে : সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিমিটেড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপদেষ্টা
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সফল সংগঠক, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাবেক সভাপতি মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমদের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
জনাব আহমদ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বেসরকারি খাতে ব্যাংক স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং শীর্ষস্থানীয় রফতানিকারক হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর অবদান অপরিসীম। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি হিসেবে মরহুম আহমদ এতদঞ্চলের ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অবদান রেখেছেন।
তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

(ড. হোসেন জিল্লুর রহমান)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাবেক সভাপতি, এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সিরাজউদ্দিন আহমেদ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করছি।
মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদ অধ্যবসায়, মেধা ও শ্রমের গুণে নিজেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে একজন সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এসব গুণাবলী আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি এদেশে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে স্বনির্ভরতা অর্জন ও দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি থাকাকালীন তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। এছাড়া, দেশের এ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব দক্ষ ব্যবস্থাপনায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে যে অবদান রেখে গেছেন, তা তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে।
আমি মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমদ-এর কর্মময় জীবনের সাফল্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ আবদুল করিম
স্বরাষ্ট্র সচিব

সভাপতি
দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি

বাণী

বাণী
বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজসেবক এবং ক্রীড়ানুরাগী, এলিট গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রাক্তন সভাপতি মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১ মে ২০০৮ তারিখে সংবাদপত্রে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।
মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন স্বল্পভাষী ও প্রচারবিমুখ। তিনি পাকিস্তান আমল হতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও মেধাবী শিল্পোদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা শুরু করে তিলে তিলে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন সততা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ব্যাংকিং ব্যবসা ও বীমা সম্প্রসারণে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির একজন সফল সভাপতি ছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও বেসরকারি খাতের উন্নয়নে তাঁর অবদান আমরা চিরদিন স্মরণ করব।
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আনিসুল হক

সিরাজউদ্দিন আহমেদ
পরিশ্রমী মেধাবী ও সফল শিল্পোদ্যোক্তা

স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে যিনি এ অঞ্চলে একটি পৃথক অর্থনৈতিক বুনিয়াদের কথা ভাবতেন তিনি হলেন মরহুম শিল্পপতি সিরাজউদ্দিন আহমেদ। জনাব সিরাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৩১ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা জেলার জয়দেবপুরের নিকট কামারজুরি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইউসুফ আলী। পিতার প্রেরণায় দেশের বাড়িতে আরম্ভ হয় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। তিনি ১৯৪৮ সালে কুষ্টিয়া এস. এইচ. এস. পি. হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। ঢাকার সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আই. কম এবং গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।
শৈশবে জনাব আহমেদ ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি হবার স্বপ্ন দেখতেন। কলেজে পড়াকালীন সময়েই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে চাকুরী নেন এক ট্রেডিং কোম্পানীতে, কিন্তু তাঁর একমাত্র চিন্তা নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য।
১৯৫৪ সালে তিনি একটি ছোট আকারের পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন যা থেকে প্রস্তুত হত রং, আলকাতরা, বার্নিশ ইত্যাদি। তাঁর মেধা, কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যবসায়িক যোগ্যতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ১৯৬২ সালে নতুন এবং আধুনিক মেশিনারি আমদানী করে কারখানাটিকে বৃহৎ আকারে পরিণত করে এদেশে রংয়ের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হন এবং বিদেশী রং আমদানী নিষিদ্ধ করতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান 'এলিট পেইন্ট' চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশে এত প্রসিদ্ধ হয় যে, 'এলিট পেইন্টের' প্রতিশব্দ হয়ে পড়ে 'রংয়ের রাজা'। আর এলিট পেইন্ট মানেই 'সিরাজ সাহেব'।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে জনাব সিরাজের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯৭৪ সালে "এলিট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ" প্রতিষ্ঠা করে শুরু করেন ক্লিয়ারিং, ফরওয়ার্ডিং এবং ইন্ডেন্টিং ব্যবসা। ১৯৭৪ সালে "এলিট টি", ১৯৭৭ সালে "কর্ণফুলী ট্যানারী," ১৯৮০ সালে "এলিট গার্মেন্টস" ও ১৯৮৩ সালে "ডিলাইট নিটিং" ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করে এদেশের চা, চামড়া, রেডিমেড গার্মেন্টস ও উল নিটিং-এর সামগ্রী রপ্তানীতে পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা।

বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিনিধির সাথে সস্ত্রীক সিরাজউদ্দিন আহমেদ।

তিলে তিলে যেমন হয় তিলোত্তমা তেমনি শিল্পক্ষেত্রে দিনের পর দিন তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাধনায় গড়ে উঠেছে নিম্নলিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যার সমন্বয় আজকের "এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ" এবং উনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান।
১। মেসার্স এলিট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, চট্টগ্রাম। (একটি রং, ভার্নিশ, আলকিড, রেজিন, ইমালসান রেজিন ও এডহেসিভ গ্লু প্রস্তুতকারী সংস্থা)
২। মেসার্স এলিট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, চট্টগ্রাম। (একটি বৃহৎ সি এন্ড এফ এজেন্ট, ইনডেন্টিং ও বাংলাদেশে বৃহত্তম চা রপ্তানীকারী সংস্থা)
৩। মেসার্স কর্ণফুলী ট্যানারীজ এন্ড কেমিক্যালস্ লিঃ, চট্টগ্রাম। (একটি বৃহৎ চামড়া প্রস্তুত ও রপ্তানীকারী সংস্থা)।
৪। মেসার্স ডিলাইট নিটিং কোঃ লিঃ, চট্টগ্রাম। (একটি বৃহৎ বুনন সামগ্রী প্রস্তুত ও রপ্তানীকারী সংস্থা)।
৫। মেসার্স এলিট গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা। (একটি বৃহৎ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানীকারী সংস্থা)।
৬। মেসার্স এলিট আয়রন ও স্টীল মিলস্ লিঃ, ঢাকা। (একটি বৃহৎ লোহার রড, এংগেল চেনেল, বার ইত্যাদি প্রস্তুতকারী সংস্থা)।
৭। মেসার্স এলিট স্টীল মিলস্ লিঃ, ঢাকা। (একটি বৃহৎ বিলেট প্রস্তুতকারী সংস্থা)।
এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঁচ হাজারেরও বেশী লোক কর্মরত আছে, যাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কোম্পানী বহন করছে যা দেশ ও সমাজ সেবামূলক কাজের একটি অংশ।

চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়া অঞ্চল (সিইপিজেড) উদ্বোধনকালে এলাকা পরিদর্শন করছেন সিরাজউদ্দিন আহমেদ।

ব্যাংকিং ব্যবসা ও বীমা সম্প্রসারণে তাঁর অবদান অপরিসীম। মরহুম শিল্পপতির মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল দুবাই ব্যাংকের সহযোগিতায় আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড নামে বেসরকারী প্রথম ব্যাংক স্থাপন ও বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড নামে বেসরকারী খাতে প্রথম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা। এই দুই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন।
শুধু শিল্প-ব্যবসাতে নয়, সামাজিক জীবনেও তিনি অনেক দায়িত্বশীল পদ অলঙ্কৃত করেছেন। চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতি এবং চিটাগাং ক্লাব লিমিটেড-এর একজন সফল সভাপতি হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ পেইন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ টি-ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের দীর্ঘদিন সভাপতি ছাড়াও বাংলাদেশ ইমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশনের মুখ্য সদস্য ছিলেন। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে এবং আমদানী-রপ্তানী সম্প্রসারণে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তিনি সরকার ঘোষিত পাবলিক একাউন্টস কমিটির সক্রিয় সদস্য থাকাকালে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
দেশের বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে ও সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ ও জাতির উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সময় তাঁর বিভিন্ন প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যা বাংলাদেশে বেসরকারীভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
বিভিন্ন সময় সরকার গঠিত ট্রেড ডেলিগেশনে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষতঃ ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলি কয়েকবার ভ্রমণ করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যবসা কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে এদেশের আমদানী বাণিজ্য এবং রপ্তানীযোগ্য পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি বাজারজাতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর অবদান কম নয়। তিনি চট্টগ্রাম ক্লাব, চট্টগ্রাম ইনস্টিটিউশান, চট্টগ্রাম কর্ণফুলী লায়ন্স ক্লাব, ভাটিয়ারী গল্ফ ও কান্ট্রি ক্লাব এবং চট্টগ্রাম শত নাগরিক কমিটির আজীবন সদস্য ছিলেন।
খেলাধুলাতেও তাঁর অবদান কম নয়। ১৯৭৮ সালে তিনি "এলিট রিক্রেয়েশান ক্লাব" গঠন করেন এবং আজীবন এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ক্লাবের মাধ্যমে তিনি ফুটবল টিম, ক্রিকেট টিম গঠন করে চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ এবং আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮৩ সালে কুমিল্লায় জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চা ব্যবসায়ী সমিতি আয়োজিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে "ব্যাডমিন্টন ট্রফি" লাভ করেন। ক্রীড়ামোদী হিসাবে তিনি ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে উৎসাহিত করতেন; এছাড়া দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্তহস্তে অর্থ যোগান দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।
আরো উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগ এবং আর্থিক সহযোগিতায় তাঁর নামে ঢাকার জয়দেবপুরে "কামারজুরী ইউসুফ আলী হাই স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে তাঁরই আর্থিক সহযোগিতায় তাঁর স্ত্রীর নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে "এলিট পেইন্ট রাবেয়া সিরাজ ট্রাস্ট" গঠন করা হয় এবং এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর আর্থিক সহযোগিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে তাঁর দান বিদ্যোৎসাহী হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবে।
এদেশের সাহিত্য এবং শিল্পকলাতেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে এবং আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে মৌলানা মোহাম্মদ আলী সড়কে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে তাঁরই নামে "সিরাজউদ্দিন আহমেদ মুক্তমঞ্চ" স্থাপন করেন, যা এদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের উৎসাহ এবং সহায়তা দিয়ে চলেছে। উদীয়মান লেখকদের অন্যতম মাধ্যম 'লিটল ম্যাগাজিন', এখানেও তিনি সর্বদাই বাড়িয়েছেন সাহায্যের হাত।
পারিবারিক জীবনেও তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং সুখী ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি রাবেয়া বেগমের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সবকিছুর মূলে ছিল তাঁর স্ত্রীর প্রেরণা এবং উৎসাহ। তিনি চার পুত্রের জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রমজুল সিরাজ কৃতিত্বের সাথে বিলেত থেকে এম, এসসি (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তাঁর মেজপুত্র সেলিম আহমেদ ইতিহাসে অনার্সসহ এম, এ, সেজপুত্র ফিরোজ আহমেদ একাউন্টিং-এ অনার্সসহ মাস্টার্স এবং কনিষ্ঠ পুত্র সাজেদুর সিরাজ বি, বি, এস অনার্স এবং এ, সি, আই, বি, (ইউ, কে)।
তিনি ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে যান। ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি আসেন পোল্যান্ড। ১৯৮৫ সালের ১ মে তারিখে পোল্যান্ডে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং সমাপ্তি ঘটে একটি সফল জীবনের।
১৯৮৫ সালের ৫ মে গরীবুল্লাহ শাহ (রাঃ) মাজার প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মরহুম শিল্পপতি সিরাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং প্রচারবিমুখ। পাকিস্তান আমল থেকেই অত্যন্ত পরিশ্রমী, মেধাবী এবং সফল শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা শুরু করে তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন দক্ষতা, সততা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে। তাঁর শিল্পসাধনা ব্যর্থ হয়নি, যার প্রমাণ তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি এবং এর মাঝেই দেশকাল ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি থাকবেন চিরস্মরণীয় হয়ে।

মরহুমের সুযোগ্য পুত্রসন্তানগণ যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে আছেন

রমজুল সিরাজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
অষ্টাগন ফাইবার্স এন্ড কেমিক্যালস লিঃ
এলিট আয়রন ও স্টীল মিলস্ লিঃ

সেলিম আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ,
সুপার রিফাইনারী (প্রাঃ) লিঃ

ফিরোজ আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এলিট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ

সাজেদুর সিরাজ
ভাইস-চেয়ারম্যান
এবি ব্যাংক লিঃ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
অষ্টাগন ফাইবার্স এন্ড কেমিক্যালস লিঃ

গ্রন্থনা : নিজামউদ্দিন মাহমুদ হোসেন

ভারপ্রাপ্ত মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

বাণী

বিশিষ্ট শিল্পপতি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাবেক সভাপতি, এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সিরাজ উদ্দিন আহমেদ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।
মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন চট্টগ্রামে প্রথিতযশা সমাজসেবক, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও মানবদরদী ব্যক্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও শিল্প স্থাপনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই তাঁর সাফল্য সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের সার্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তাঁর অবদান অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
দেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীতে বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং রপ্তানীকারক হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি হিসেবে মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদ এতদঞ্চলের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।
পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

এম. মনজুর আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। স্বীয় উদ্যোগে, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শিল্প স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করে তিনি বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
সমাজসেবার পাশাপাশি এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জামিল ওসমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব

সভাপতি
চিটাগাং চেম্বার অব্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

বাণী

চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমদের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে। তিনি ১৯৮১-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে পালন করেছেন। চেম্বার সভাপতির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তিনি শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও চেম্বারের উন্নয়ন ও এতদঞ্চলের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কল্যাণে শ্রমলব্ধ সাহসী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতা ছাড়াও তিনি সংশ্লিষ্ট শিল্পখাতে দেশের একজন পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। সামগ্রিকভাবে তাঁর কর্ম ও জীবন পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর আদর্শের পথ ধরে চিটাগাং চেম্বার ও এতদঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কল্যাণ ও সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।
পরম করুণাময়, দয়াময় রাব্বুল আ'লামিনের কাছে তাঁর জন্য দোয়া করছি।

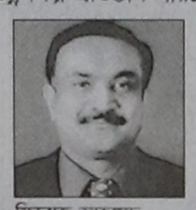

সাইফুজ্জামান চৌধুরী